গাংনীতে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এমপি সাহিদুজ্জামানের ব্যাপক সমালোচনা

মেহেরপুরের গাংনীতে আওয়ামী যুবলীগের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।
উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শফি কামাল পলাশ এর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন,আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি ইয়াছিন রেজা,সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুর রহমান, সাবেক পৌর মেয়র আহম্মেদ আলি,মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাশেম, সাবেক ছাত্র নেতা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব, ছাত্রলীগ নেতা আসিফ ইকবাল অনিক প্রমুখ।
আলোচনা সভায় বক্তারা বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করে বলেন, কয়দিন হলো সংসদ সদস্য হয়ে তিনি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়েছেন। নির্বাচিত হওয়ার আগেও তিনি বিভিন্ন নেতাদের কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছেন। আর তিনি গাংনীর আওয়ামী লীগকে যারা সু-সংগঠিত করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেন।
“সাবেক এমপি মকবুল হোসেন কে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নিয়ে আসা হয়েছে” এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের এমন বক্তব্যকে প্রতিবাদ জানিয়ে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ বলেন, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ৭৩ সালে আলমডাঙ্গা কলেজ ছাত্রলীগের জি এস ছিলেন ও

তার পরিবারের ৭জন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আর এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন রাজাকারের ছেলে হয়ে কিভাবে বলে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন আওয়ামী লীগ করেনি।
বক্তারা বর্তমান এমপির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন এমপি সাহিদুজ্জামান বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এমপিও ভুক্ত ও শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন নিয়োগের নামে জনগনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন বলে ফিরিস্তি তুলে ধরেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে বলেন রাজনীতির মাঠে গঠনমুলোক সমালোচনা করবেন। আওয়ামী লীগের কোন নেতাকে ভয় ভিতি দেখিয়ে লাভ হবেনা। রাজনীতি করতে এসে আপনার সাথে আওয়ামী লীগের পরিচয় জানতে হবেনা। এলাকার জনগন জানে কে কবে থেকে আওয়ামী লীগ করে।
এসময় জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন এর একান্ত সহকারি ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জামান শিপু, আওয়ামী লীগ নেতা মেহেদি হাসান, যুবলীগ নেতা আনোয়ার পাশা,রবিউল ইসলাম সহ বিভিন্ন ইউনিটে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ নেতা কর্মীরা উপস্থিৎ ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে জাতীয় ও যুবলীগের দলীয় পতাকা উত্তোলন শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন।
অনুষ্ঠান শেষে কেক কেটে নেতা কর্মীরা একে অপরের মুখে তা তুলে দেন।

গাংনী প্রতিনিধি

শহীদ নুর হোসেন দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র

শ্রদ্ধা নিবেদন

১০ই নভেম্বর শহীদ নুর হোসেন দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার অঙ্গীকারে শপথ গ্রহণ করে।

জেলা বিএনপি কার্যালয়ে সকাল ১১টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, আব্দুর রহমান,ইলিয়াছ হোসেন, এমএকে খায়রুল বাশার ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুক্তিযোদ্ধার জানাজায় গিয়ে সাবেক এমপি মকবুল অসুস্থ

মেহেরপুরের গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার দাফনে গিয়ে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য (এমপি) মকবুল হোসেন
(৭৪) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়া হয়। পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা হিজলবাড়ীয়া গ্রামে জানাজায় শরীক অংশ নেয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন।

পারিবারিক সূত্র জানায়,গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনের জানাজায় সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন অংশ নিতে যায়। জানাজায় শেষ না হতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে স্থানীয় দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়। এ সময় তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি দেখা দিলে,কর্তব্যরত ডাক্তার এমকে রেজা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

-গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর উপজেলা যুবলীগ তুমি কার?

গাংনী উপজেলা যুবলীগ এর সভাপতি মোশাররফ হোসেন এবং আহবায়ক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম। এ নিয়ে এর সংগঠনটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। ফলে উপজেলা যুবলীগ ও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে কে এই যুবলীগের চালিকা শক্তি।
পুরাতন কমিটিতে উপজেলা যুবলীগের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন সভাপতি পদে মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে শফি কামাল পলাশ।

এদিকে ২০১৬ সালের দিকে জেলা যুবলীগের নতুন আহবায়ক কমিটি গঠনের পর পরই গাংনী উপজেলা যুবলীগের নতুন কমিটি করার লক্ষ্যে মোশাররফ-পলাশ এর নেতৃত্বে যে কমিটি ছিল সেটা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে আহবায়ক করা হয় গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে। তবে এ সিদ্ধান্তকে উপজেলা যুবলীগের অধিকাংশ নেতা কর্মী মেনে নিতে পারেনি এ নিয়ে তৎকালীন সময় উপজেলা যুবলীগের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনার পর পর কেন্দ্রীয় যুবলীগের নেতাদের কাছে উভয় পক্ষই ধর্ণা দেন। সভাপতি মোশাররফ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, উপজেলা যুবলীগের যে আহবায়ক কমিটি হয়েছে তা জেলা কমিটির নেতারা ইচ্ছা মতো করে দিয়েছে এটা কেন্দ্রীয় কমিটি জানেইনা।

এদিকে জেলা যুবলীগের আহবায়ক মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সাথে জানতে চাইলে তিনি বলেন উপজেলা কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আশরাফুর ইসলামকে আহবায়ক করা হয়েছে। আগের কমিটি বিলুপ্ত হওয়ায় এখন থেকে উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ তাদের পদ দাবি করতে পারেনা। সেক্ষেত্রে নতুন কমিটিতে যদি তারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় তাহলে তারা আবারও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হতে পারে।

জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় যুবলীগের এক নেতা বলেন, শুনেছি মেহেরপুর জেলায় নতুন করে আহবায়ক কমিটি করা হয়েছে সে সাথে গাংনী উপজেলা যুবলীগেরও পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন করে আহবায়ক কমিটি করা হয়েছে। তবে উপজেলা যুবলীগের কমিটি সম্পর্কে জেলা যুবলীগের নেতারাই ভাল বলতে পারবে এমনটি জানান তিনি।

এদিকে মোশাররফ হোসেন ও মেয়র আশরাফুল ইসলাম উভয়ই নেতৃত্বের দাবিদার সেক্ষেত্রে কাকে উপজেলা যুবলীগের নেতা বলা যাবে এমন প্রশ্নের জবাবে সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন আসলে দুটি পক্ষই এখানে এসেছিল আমরা এখনো চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত কাউকেই দিতে পারিনি।

এ দিকে আগামী কাল যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে সামনে রেখে উপজেলা যুবলীগের ব্যানারে বিশাল জনসভার আয়োজন করেছে সংগঠনটি। এতে নেতৃত্বে দিচ্ছেন সংগঠনটির সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো: শফি কামাল পলাশ।

তবে উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক দাবিকারী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কোন আয়োজন করেছেন কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

তাছাড়া গাংনী উপজেলা যুবলীগের যে কোন কর্মকান্ডে মোশাররফ হোসেন ও শফি কামাল পলাশের নেতৃত্ব ছাড়া এখনো মেয়র আশরাফুলের ইসলামের নেতৃত্ব তেমন চোখে পড়েনি।

এখানকার তৃণমুল নেতা কর্মীরা এখনো উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো: শফি কামাল পলাশকেই মনে করে এবং তাদের নেতৃত্বেই যে কোন সভা সমাবেশ করে থাকে।

- এ শাহিন সিদ্দিকি

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায়

বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াছ হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, এম এ কে খায়রুল বাশার, শেখ সাঈদ আহমেদ সহ জেলা অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভার আয়োজন করে। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহŸ◌ায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম মণির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

চুয়াডাঙ্গায় জেলহত্যা দিবস পালিত

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, চার নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ এসব কর্মসূচীর আয়োজন করে।

সকাল সাতটায় দলীয় কার্যালয়ের সমনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা খুস্তার জামিল, জহুরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন হেলা, পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন, আরেফিন আলম রঞ্জু, আব্দুর রশিদ, আব্দুল কাদের প্রমুখ।
-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

হাইব্রিড আওয়ামী লীগারদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে

মেহেরপুরের গাংনী-২ আসনের এমপি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকনকে গণ সংবর্ধণা দিয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।

‘এশিয়ান পার্লামেন্ট গ্রান্ট এসাম্বেলি অব তুরস্ক’ এ বক্তব্য শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে এমপি সাদিুজ্জামান খোকনকে বৃহস্পতিবার বিকেলে এ সংবর্ধণা দেওয়া হয়।
গাংনী বাজার শহীদ রেজাউল চত্বরের গণসংবর্ধণায় তিনি বিশ্বের মুসলমানদের নিপিড়নের বিরুদ্ধে তুরস্কের পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন শুধু বিশ্বের মুসলমানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেই নয় আমি আমাদের বাংলাদেশের রহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও সেখানে কথা বলেছি।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তার বক্তব্যে আরও বলেন আগামী উপজেলা কাউন্সিলকে কেউ যাতে বানচাল না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেককে উদ্দেশ্যে করে বলেন, আপনি আওয়ামী লীগ করেন অথচ যারা গত

সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতা মিল্টনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করেছে আপনি তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন আপনি শেখ হাসিনার লোক শেখ হাসিনাও আপনাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা বেশি দিন টিকেনা ভালবাসা কখনো টক হয়ে যায়। আপনি তাদের কাছ থেকে সরে আসেন।

মকবুল হোসেনকে (সাবেক এমপি) কি চোখে নেত্রী দেখে আপনি আব্দুল খালেক কি জানেন না? এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন শেখ হাসিনা কোনদিন মকবুল হোসেনকে গ্রহন করেনি কোনদিন গ্রহন করবেনা করবেনা করবেনা। তাহলে কি গাংনীর আওয়ামী লীগ নষ্ট হয়ে যাবে?

তিনি কাউন্সিল প্রসঙ্গে বলেন, আমরা নতুন করে কাউন্সিল করতে চাই। তারা এক সপ্তাহ ধরে কাউন্সিল বন্ধ করার জন্য ঢাকায় নেতাদের বাড়ি বাড়ি গেছে।

তিনি ব্যানার টাঙ্গানো প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন বান্দর এ ধরণের ব্যানার টাঙ্গায় আপানাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করবেন।

আমি আর ছাড় দিয়ে রাজনীতি করতে চাইনা।
এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নেতাদের কাউন্সিলে আগাম দাওয়াত দিয়ে বলেন, ”আপনারা কাউন্সিলে আসবেন হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে।

যদি কেউ আওয়ামী লীগ বিরোধী কথা বলে যদি কেউ অন্যায় দাবি করে তার জন্য উচিৎ জবাব দেওয়াতে হবে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে চিরতরে আওয়ামী লীগ থেকে এই হাইব্রিড আওয়ামী লীগ বিদায় করতে হবে।”

তিনি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনকে উদ্দেশ্যে করে বলেন,“ হাইব্রিড কিডাগো কালকে আইলি ৯০ সালে দলে আর তুমি অন্যকে বল হাইব্রিড সাথে আছে তোমার ডান হাতে বসা রাজাকারের ছেলে বাম হাতে বসা তোমার রাজাকারের ছেলে আর তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বল, লজ্জা করেনা শয়তানের দল।”

তিনি হুশিয়ার করে বলেন আর কোনদিন ছেড়ে দেওয়া হবেনা।
যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী নিয়োগে জনগনের টাকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

তিনি বলেন, আমার কোন লোভ লালসা নেই আমি ৩৫ বছর রাজনীতি করেছি অথচ এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকি অথচ গাংনীর কোন কোন নেতা আগুল ফুলে

কলাগাছ হয়েছে । আজ আবার তারাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে ।

গণ সংবর্ধনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেচুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পঁচু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী।
এ সময় উপজেলার সকল স্তরের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি

তুরস্ক সফর শেষে ঢাকা পৌছেছেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন

চারদিনের সফর শেষে তুরস্ক থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন। বুধবার সকাল ৮টার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌছান।

এদিকে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে সংবর্ধনা দিতে গাংনীতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।

এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে সংবর্ধনার প্রস্তুতি নিতে শহরের প্রধান সড়কের উপর অনেক তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে।

স্থানীয় নেতা কর্মীরা জানান, এমপিকে গণ সংবর্ধনা দিতে আমনা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি। নেতা তাঁর সফরের বিষয়ে আমাদের অবহিত করবেন। এলাকাবাসি এমপি।সাহিদুজ্জামান খোকনের কথা শোনান জন্য

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতারা। -গাংনী অফিস

হামিদুল ইসলাম সভাপতি ফিরোজ শেখ সম্পাদক

মেহেরপুর শহর ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার শহরের পাসপোর্ট অফিসের সামনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম।
সম্মেলনে হামিদুল ইসলামকে সভাপতি ও ফিরোজ শেখ কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু, জেলা জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল আলম প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় যুবদলের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা

বার্ষিকী পালন

৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

গতকাল রবিবার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু প্রমুখ।

আলোচনা সভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী। আরো বক্তব্য রাখেন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদাল হক, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, জেলা যুবদল সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, বাবু সাবের, এস এ শিল্টু খান, আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, রাশেদুজ্জামান বাপ্পী, আহমেদ রনি, রাজন আলী, শামীম রেজা, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক তৌফিক এলাহী শিমুল, মাসুদ রানা।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের অন্যতম নেতা খোরশেদ আলম, আব্দুল মালেক চপল, রাইহান মজিদ, রাজু আহমেদ, শফিকুল ইসলাম শফিক, হাসানুজ্জামান প্রমুখ।
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গায় পুলিশি বেস্টনির মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে শহরের শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে র্যালি, গণরক্তদান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে শিল্পকলা চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করতে গেলে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে নেতাকর্মিরা। পুলিশি বাধায় র্যালিটি মূল সড়কে উঠতে না পারলেও সেখান থেকে সরকার বিরোধী নানা স্লোগান দেয়া হয়। পরে একই স্থানে যুবদলের নেতাকর্মিরা গণরক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এরপর শ্রীমন্ত টাউন হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফ উজ জামান সিজারের সভাপত্বিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, মজিবুল হক মালিক মজু, খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা ও জেলা বিএনপির সদস্য শরীফুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ ঝন্টু।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। তিনি ভীষণ অসুস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছে না সরকার।

বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে নেতাকর্মিরা বলেন, ঘরে বসে থাকার সময় নেই, স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটাতে সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। তারা আরো বলেন, বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সকল অঙ্গসংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে বর্তমান সরকার যে ষড়যন্ত্র করছে যুবদল থাকতে তা কোন দিন সফল হবে না।

গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে কোন মূল্যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মিকে মুক্ত করা হবে।

প্রতিদিন ডেস্ক